ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 16 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭২ ● কলকাতা ● ১১ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৬ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আজ প্রকাশিত হতে চলেছে অভিষেকের 'নিঃশব্দ বিপ্লব' বই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- রাজনীতির ময়দানে এক একজন নেতা নিজেকে প্রকাশ করেন নিজেদের মতো করে। এ ব্যাপারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবার নিজের কাজের ক্ষতিয়ান প্রকাশ করতে চলেছেন বেশ নাটকীয়ভাবে। ২০২৪ সালে রেকর্ড ভোটে জিতেছেন। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। এই অবস্থায় তার নিজের এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে বই প্রকাশ করতে চলেছেন অভিষেক

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

রথের দিন জমজমাট দিঘা - থাকছে কলকাতা পুলিশেরও বড়ো বাহিনী

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের জগন্নাথ মন্দির। এবার প্রথম রথযাত্রা উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী নিজে রথের দড়ি টেনে উদ্বোধন করবেন। স্বাভাবিক কারণেই সকলেই ব্যস্ত। খোদ মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন সেখানে। সেই কারণে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ। দিঘার রথযাত্রা উৎসবে ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে রাস্তায় থাকবে কলকাতা পুলিশ। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় থাকবেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্টরা। লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের দশ জন সার্জেন্টকে পাঠানো হচ্ছে দিঘায়। আগামিকাল অর্থাৎ ২৫ তারিখ সকালে কলকাতা থেকে দিঘার উদ্দেশ্যে নিজেদের গাড়ি (বাইক) নিয়ে রওনা হবেন এই দশজন সার্জেন্ট। আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত এই তাঁরা দিঘাতেই ডিউটি করবেন। সম্পূর্ণ নতুন সাজে সেজে উঠেছে দিঘা।

এরপর ৩ পাতায়

৬ বছর ধরে রেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাস্তা বেহাল — প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন ২ নং ব্লকের রেলা গ্রামে অবস্থিত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন আশেপাশের প্রায় ৫ থেকে ৬টি গ্রামের সাধারণ মানুষ। বিগত ৫-৬ বছর ধরে এই রাস্তার কোনরকম সংস্কার হয়নি। বিশেষ করে বর্ষাকালে রাস্তা জলমগ্ন ও কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে, ফলে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জরুরি সময়ে রোগীদের — বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে মারাত্মক সমস্যা হয়। এমনকি এই সময় ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া কার্যত দুস্কর। এর ফলে একাধিক বার গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বাসিন্দারা জানান, বহুবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে জানানো সত্ত্বেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আরও অভিযোগ উঠেছে, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি তহবিল স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতার দ্বারা অপব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই টাকা নিজেদের বাড়ির সামনে রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা জেলা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন —

১. রেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাটি অবিলম্বে পরিদর্শন করে এর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হোক।

২. আগে বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ তদন্ত করে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৩. জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার শুরু করা হোক।

৪. জনসাধারণের টাকায় নির্মিত রাস্তার কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হোক।

স্থানীয়দের মতে, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে যদি এত বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" স্লোগান কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ছে। তারা আশাবাদী, সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠস্বর প্রশাসনের কানে পৌঁছাবে এবং শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রথের শেষ পর্বে প্রস্তুতি শহর বর্ধমানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্ধমান:- রথের শেষ পর্বে প্রস্তুতি শহর বর্ধমানের বিধানপল্লী রাধামাধব আশ্রমে ঐতিহ্যবাহী রথের,, শোনা যায় এই রথ চল্লিশ বছরের পুরনো প্রথম ১৫ বছর বিগ্রহ নিয়েই টানা হত সু বিশাল এই রথ, তারপর পুরীর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে মালতিপুর থেকে নিমকাটের তৈরি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কে আনা হয় এই রাধা মাধব আশ্রমে ঘটা করে চলে প্রত্যেক রথযাত্রায় মহোৎসব,, রথের দড়ি একবার ধরার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড়, শহরের প্রায় দু কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এই রথযাত্রার পরিক্রমা, রাধামাধব আশ্রমে নিত্য পূজা হয়ে থাকে রাধামাধব গোপাল জগন্নাথ সুভদ্রার, রথ পরিক্রমার আগে সোনার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয় শুভযাত্রার গমনে, প্রস্তুতি পর্বে আশ্রমে গড়ে উঠেছে বিশাল প্যান্ডেল নতুন রংয়ের রঙিন হয়ে উঠেছে রাথের সমগ্র অংশ সোনার ঝাড়ু এসেছে নতুন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাঝে মাত্র একটি দিন তারপরেই রাধামাধব আশ্রমের জগন্নাথ সুভদ্রার রথের দড়িতে টান পড়বে।

অবসরের ৫ বছরের মধ্যে কোনো সরকারি পদে বসতে পারবেন না কোনো বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরেই বিভিন্ন বিচারপতি সরকারি উচ্চপদে আসীন হয়ে যান। এই নিয়ে বিরোধীদের, বিশেষকরে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের আপত্তি।

এবার সংসদীয় কমিটিতেও বিচারপতিদের অবসরকালীন সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সংসদের আইন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তৃণমূল দাবি তুলল, প্রয়োজনে কেন্দ্র বিল এনে এমন আইন তৈরি করুক যাতে অবসরের পর পাঁচ বছর কোনও সরকারি পদে না বসতে পারেন বিচারপতিরা। সূত্রের খবর, কমিটির বৈঠকে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় দাবি তোলেন, অবসরের পর বিচারপতিদের অন্তত পাঁচ বছরের জন্য 'কুলিং অফে' পাঠানো হোক।ওই পাঁচ বছরে ওই বিচারপতিরা কোনও রকম পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। বা রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন না। এমনকি রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য হিসেবে সাংসদ হওয়ার ক্ষেত্রেও পাঁচ বছরের 'কুলিং পিরিয়ড' বাধ্যতামূলক করার দাবিতে জোরাল সওয়াল করেন কল্যাণ। এক্ষেত্রে তিনি কারও নাম না নিলেও, এই কমিটিরই সদস্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-কে নিশানা করেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও এদিনের বৈঠকে গগৈ হাজির ছিলেন না।

(১ম পাতার পর)

রথের দিন জমজমাট দিঘা - থাকছে কলকাতা পুলিশেরও বড়ো বাহিনী

পূর্ব মেদিনীপুর প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজ্যের বড়ো বড়ো আধিকারিকরা চূড়ান্ত তৎপর। রথযাত্রা উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী নিজে দিঘায় উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে বলেই অনুমান পুলিশ কর্তাদের। সেই কারণে যানজট যাতে তৈরি না হয়, সুষ্ঠভাবে যাতে ট্রাফিক পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা বলেই সূত্রের খবর। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, যে দশজন সার্জেন্ট যাবেন দিঘায়, তাঁরা আবার ২৮ তারিখ কলকাতায় ফিরে আসবেন।

(১ম পাতার পর)

আজ প্রকাশিত হতে চলেছে অভিষেকের 'নিঃশব্দ বিপ্লব' বই

বন্দোপাধ্যায়। আজ ডায়মন্ড হারবারের কাজের খতিয়ান নিয়ে নিঃশব্দ বিপ্লব বই প্রকাশ করবেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তারপরেই রাজ্য জুড়ে দামামা বেজে যাবে বিধানসভা নির্বাচনের। মাস খানেক বাকি থাকতেই, রাজ্যের রাজনৈতিক শিবিরে এখন জোর চর্চা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'নিঃশব্দ বিপ্লব' নিয়ে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বই নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক শিবিরে।

আবার অভিষেক বন্দোপাধ্যায় প্রকাশ করবেন সাংসদ হিসেবে তাঁর 'সাফল্যের' খতিয়ান, বই আকারে। সেই বইয়ের নাম 'নিঃশব্দ বিপ্লব'। বইয়ের নাম 'নিঃশব্দ বিপ্লব' কেন? নেতৃত্বের তরফ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠন বা দলীয় কাজের সাথে যুক্ত কর্মীরা অবশ্য বলছেন, ''ডায়মন্ড হারবারে গত এগারো বছরে প্রচুর কাজ হয়েছে। সাংসদ হিসেবে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তা সচরাচর দেখা যায় না। গত এগারো বছরে ডায়মন্ড হারবারের চেহারা কতটা বদলে দিয়েছেন সাংসদ, তা এলাকায় না গেলে বোঝা যাবে না। নিঃশব্দে কাজ করে গিয়েছেন অভিষেক। সেই কারণেই বইয়ের নাম নিঃশব্দ বিপ্লব।'

কেদারনাথে ভারী বৃষ্টির জেরে ধস - মৃত তিন তীর্থযাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেদারনাথনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে কয়েক দিন হলো। ভক্তদের ভিড় বেড়ে চলেছে। এর মধ্যেই ঘটলো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা।

ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের যমুনোত্রী ও বদ্রীনাথের একাধিক জায়গায় ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে ৩ তীর্থযাত্রীর। একজন নিখোঁজ। আহত হয়েছেন আরও তিন জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। গত কয়েক দিন ধরেই ভারী বৃষ্টি চলছে উত্তরাখণ্ডে। এর জেরে যমুনোত্রীর পথে বিকেল চারটে নাগাদ ভৈরব মন্দিরের কাছে নৌউ কাঁচি এলাকায় ধস নামে।

জায়গাটি কেদারনাথ মন্দির থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বড়সড় পাথর ও বোল্ডার পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে নেমে আসায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে যায়। পাথর ও মাটির নিচে চাপা পড়ে যান অনেকে। এর জেরে সাময়িক ভাবে যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। রসিক নামের মুম্বইয়ের এক তীর্থযাত্রীকে ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জানকিচট্টির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

সংবিধান হত্যা দিবসে গণতন্ত্রের রক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায়ে গণতন্ত্র রক্ষায় রুখে দাঁড়ানো অগণিত ভারতীয়দের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

সাংবিধানিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৫ জুন দিনটি সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটি এমন এক দিন, যখন মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল এবং অগণিত রাজনৈতিক নেতা, সমাজ কর্মী, ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের জেল খাটতে হয়েছিল।

শ্রী মোদী সংবিধানের সিদ্ধান্তগুলিকে আরও মজবুত করতে তথা বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একজোট হয়ে কাজ করার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জরুরি অবস্থার বিরোধিতায় আন্দোলন এক শিক্ষণীয় অনুভব। এই অভিজ্ঞতা আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখে।

শ্রী মোদী জরুরি অবস্থার সময়ের দিনগুলি যাঁরা স্মরণে রেখেছেন এবং সেই সময়ে যে পরিবারগুলি কষ্ট সহ্য করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি নিজেদের অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান। দেশের যুবসম্প্রদায় যেন ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

পুনেতে সপ্তম হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমান শীর্ষসম্মেলন আয়োজিত হয়েছে

মহারাষ্ট্র সরকার, পবন হংস এবং এফআইসিসিআই-এর সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রক পুনেতে হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমানের সপ্তম শীর্ষসম্মেলনের আয়োজন করেছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জরাপু, কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলীধর মহল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমানকে ভবিষ্যতের বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আগামী দশকের বিমান চলাচল কেবল বড় বিমান ও বৃহৎ বিমান বন্দরের মাধ্যমেই নয় বরং আধুনিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিমান চলাচলের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমান চলাচলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডিজিসিএ-এর আওতায় একটি সুনির্দিষ্ট হেলিকপ্টার ডিরেক্টরেট প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর মাধ্যমে হেলিকপ্টার সংক্রান্ত সুরক্ষা এবং সার্টিফিকেশন বিষয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। পাশাপাশি অপারেটরদের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করা হবে। তিনি হেলি সেবা পোর্টালের মতো ডিজিটাল উদ্যোগের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্যে আরসিএস উড়ান হেলিকপ্টার রুটের পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়।

অপারেটর এবং শিল্প নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়া সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। রাজ্য, কেন্দ্র এবং অপারেটরদের মধ্যে অবশ্যই আস্থা, আলোচনা ও শৃঙ্খলার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় তুলে ধরে শ্রী কিঞ্জরাপু বলেন হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমান ভারতের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ, অর্থনৈতিক রূপান্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির মেরুদণ্ড।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার পথে হেঁটে বিমান চালক, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী, ড্রোন অপারেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। দেশের যুব সমাজ আগামী দশকে কেবল এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণই করবে না, বরং নেতৃত্বও দেবে বলেও তিনি জানান। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পাহাড়ি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের বিশেষ সুবিধা মিলবে। এই জীবনদায়ী পরিষেবাকে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ডিজিসিএ-র মহানির্দেশক শ্রী ফয়েজ আহমেদ কিদওয়াই হেলিকপ্টার ও ছোট বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং অব্যবহৃত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগানোর কথা তুলে ধরেন। এই সম্মেলনে ২০টি রাজ্য, শিল্প নেতৃত্ব আইএফএসসিএ (গিফ্ট সিটি) জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক, ডিজিসিএ, এএআই ও পবন হংস লিমিটেডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে হেলিকপ্টার এবং ছোট বিমান পরিচালনার জন্য সাম্প্রতিক নীতিগত উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

নিবেদনের ক্ষেত্রে ওই প্রতিমার প্রণাম-মন্ত্রটুকুও জানি না! প্রণাম নিবেদনেও যে কত আধুনিকতা যুক্ত হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়!শিক্ষার্থীসহ পূজিত সবাই যেন তার তাৎপর্য ও পূজার মূল আচরণে পূজিত হন সে কথা বিচার্য রেখে তার বর্ণনায় লক্ষ্য করা যাক:

সরস্বতী শব্দের দুটি অর্থ। একটি অর্থ সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। তিনিই জ্যোতির্ময়ী। আবার তিনিই জলদেবী। যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। তাই তিনি শুধুই বিদ্যার দেবী নন। এটাই তাঁর অন্যতম প্রধান পরিচয় হলেও অনেকের কাছেই তিনি রক্ষাকর্ত্রী রূপে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারত, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারীদের নিয়ে স্পেস মিশনের যাত্রা শুরুর সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২৫ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ স্পেস মিশনের সফল উৎক্ষেপণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই মিশনে ভারত, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারীরা মহাকাশ যাত্রা করলেন। শ্রী মোদী ভারতীয় নভোচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রী শুক্লা হবেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে প্রথম ভারতীয় নভোচারী।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"ভারত, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারীদের নিয়ে সফলভাবে যাত্রা শুরু করেছে স্পেস মিশন, আমরা একে স্বাগত জানাই।

ভারতীয় নভোচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা, আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাঁর সঙ্গে।

তিনি সহ অন্যান্য নভোচারীদের জন্য রইলো অনেক শুভেচ্ছা।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

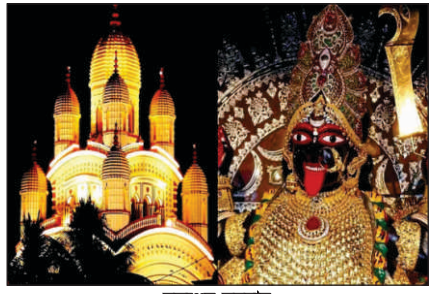

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঊষার সঙ্গে যে নিশার উপাসনা হত, তিনিই কি দীপান্বিতা পুজোর আদি রূপ? আরও গবেষণা না হলে, আরও তথ্য না পাওয়া গেলে এই বিষয়ে নতুন করে কোনও অনুমান করার অর্থ নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

(চতুর্থ পর্ব)

গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্বংসের দেবতা যদি অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নেন তাহলে সৃষ্টি হবে কি করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু পরলেন মহা ফাঁপরে। বিষ্ণুর বুদ্ধিতে ব্রহ্মা নিজের মানসপুত্র দক্ষকে ডেকে পাঠালেন। দক্ষ এলেন ব্রহ্মার কাছে।ব্রহ্মা তাঁকে বললেন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।দক্ষ পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন বলুন পিতা আমাকে কি করতে হবে।ব্রহ্মা তখন বললেন দেখো দেবাদিদেব মহাদেব মহাযোগে তন্ময় হয়ে আছেন। এইরকম ভাবে চললে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। ধ্বংস না হলে সৃষ্টি করবো কি করে ? তুমি জগন্মাতার পূজা করো। প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে শিবের পত্নী হন।পিতৃ আজ্ঞা পালনে দক্ষ তৎপর হয়ে উঠলেন। এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। দেবী মহামায়া দক্ষের আকুল প্রার্থনায় প্রীত হয়ে আবির্ভূতা হয়ে দক্ষকে এই বর দিলেন যে - "আমি তোমার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করবো এবং শিবকে স্বামীরূপে গ্রহণ করবো। কিন্তু একটা কথা তোমায় মনে রাখতে হবে, যখনই আমার অনাদার হবে আমি দেহত্যাগ করবো।" দক্ষ দেবী মহমায়ার কথা মেনে নিলেন। যথা সময়ে মহামায়া দক্ষরাজার পত্নী বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং মহাদেবকে বিবাহ করলেন। মহামায়া সতী নাম নিয়ে স্বামীর সঙ্গে চলে এলেন শ্বশুর বাড়ি কৈলাসে।

কিছুদিন পর স্বর্গরাজ্যে একটা অনুষ্ঠানে দক্ষরাজ নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। দেবসভা মাঝে পাগল শিব শ্বশুর দক্ষকে পাত্তাই দিলেন না। জামাই-এর এরকম অসভ্য ব্যবহারে দক্ষ বেশ অপমানিত বোধ করলেন। শিবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষরাজ এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তাতে দেবর্ষি নারদকে ত্রিভুবনের সকলকে আমন্ত্রণের কথা বললেও শিবকে আমন্ত্রণ জানাতে নিষেধ করলেন। যথা সময়ে দক্ষরাজের যজ্ঞ শুরু হলো। নারদের মুখে সতী পিত্রালয়ে যজ্ঞ হচ্ছে শুনে, সেখানে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হলেন। স্বামীর অনুমতি নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে এলে শিব পাত্তাই দিলেন না। শেষে সতী দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শন করালেন। তখন শিব সতীকে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। এরপর সতীদেবী পারিষদদের নিয়ে যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পিতা দক্ষ সতীকে দেখে গালমন্দ শুরু করলেন। কেন সে নিমন্ত্রিত না হয়েও এখানে এসেছে। শিবের প্রতিও অপমানসূচক মন্তব্য করলেন। অতো লোকের মাঝে পতিনিন্দা শুনে সতীর মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। যজ্ঞস্থলেই সতী দেহত্যাগ করলেন। শিব তার দুই চেলা নন্দী- ভিরিঙ্গির মুখে সতীর দেহত্যাগের কথা শুনে রেগে লাল হয়ে গেলেন। বীরভদ্রাদি অনুচরদের নিয়ে শিব দক্ষের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন। সতীর মৃতদেহ দেখে শিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে অনুচরদের বললেন যজ্ঞ লণ্ড-ভণ্ড করে দাও আর দক্ষকে হত্যা করো। শিবের আজ্ঞা পেয়ে অনুচরেরা সব লণ্ড-ভণ্ড করে দিল ও ধড় থেকে দক্ষের মথা আলাদা করে দিল। দক্ষরাজের স্ত্রী, শিবের শ্বাশুড়ী, জামাই-এর কান্ডে হতবাক। স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে উঠলেন। তিনি শিবের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে স্তব স্তুতি করতে শুরু করে দিলেন। শেষে শিব ছাগলের মুন্ডু কেটে দক্ষের মাথায় বসিয়ে দিয়ে তাকে জীবনদান করলেন। এরপর শিব অনুচরদের কৈলাসে পাঠিয়ে সতীর দেহ নিয়ে ত্রিভুবন দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করলেন। শিবের এই উন্মত্ত আস্ফালনে ত্রিভুবনে প্রলয়কান্ড শুরু হয়েগেল। ব্রহ্মা ভয়ে তটস্থ হয়ে সৃষ্টি রক্ষার তাগিদে বিষ্ণুর কাছে

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন

Wi-Fi নিরাপত্তা

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন

সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

(৩ পাতার পর)

সংবিধান হত্যা দিবসে গণতন্ত্রের রক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

লজ্জাজনক সময়ের বিষয়ে জানতে পারেন, সেই আহ্বান জানান তিনি।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি হ'ল আজকের দিনটি। জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ভারতের জনগণ এই দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। এই দিন ভারতীয় সংবিধানে যে নিহীত মূল্যবোধ রয়েছে, তা ধ্বংস করা হয়েছিল। মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের জেলবন্দি করা হয়। মনে হয় যেন, সেই সময়ে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল #SamvidhanHatyaDiwas"।

"কোনও ভারতীয়ই ভুলতে পারবেন না যে, কিভাবে আমাদের সংবিধানের ভাবনাকে খর্ব করা হয়, সংসদের আওয়াজ'কে রুদ্ধ করা হয় এবং আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো হয়। ৪২তম সংশোধন তাঁদের ছলচাতুরির এক বিশেষ উদাহরণ। গরীব ও দলিতদের, বিশেষ করে লক্ষ্য করা হয়েছিল। তাঁদের যথেচ্ছভাবে অপমান করা হয় #SamvidhanHatyaDiwas"।

"এই জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রণাম জানাই! সমগ্র ভারতের সব অঞ্চলের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার জনগণ একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়াই করেন : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, সেই ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হয় এবং নির্বাচন করতে হয়। সেই নির্বাচনে তারা ব্যাপকভাবে পরাজিত হয় #SamvidhanHatyaDiwas"।

"আমাদের সংবিধানে যে সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ রয়েছে, তা মজবুত করতে এবং বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছবো এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের স্বপ্ন পূরণ করব #SamvidhanHatyaDiwas"।

"যখন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম একজন তরুণ আরএসএস প্রচারক। জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলন আমার জন্য একটি শিক্ষণীয় অধ্যায় ছিল। সেই আন্দোলন আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করার অঙ্গীকার জানায়। পাশাপাশি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ব্লু ক্র্যাফট্ ডিজিটাল ফাউন্ডেশন আমার সেই উপলব্ধির কিছু অংশ একটি বইয়ের আকারে সঙ্কলন করেছে। এর মুখবন্ধ লিখেছেন এইচ ডি দেবগৌড়াজি। তিনি নিজে জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলনের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

দিল্লি ও মুম্বাই সহ প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে ডিজিসিএ – এর ব্যাপক নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে নিরাপদ বিমান ভ্রমণ নিশ্চিত করতে অসামরিক বিমান চলাচল ডিরেক্টরেট জেনারেল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে ডিজিসিএ ১৯ জুন, ২০২৫ তারিখে একটি নির্দেশ জারি করেছে। তাতে বিমান চলাচল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত মূল্যায়নে জোর দিয়েছে।

ডিজিসিএ – এর যুগ্ম মহাপরিচালকের নেতৃত্বে দুটি দল মুম্বাই ও দিল্লি সহ প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে রাতে ও ভোর বেলায় ব্যাপক নজরদারি চালায়। বিমান পরিচালনা, র‍্যাম্পের সুরক্ষা, এটিসি নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়।

নজরদারি চলাকালীন যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রয়েছে – ব্যাগেজ ট্রলি, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সরঞ্জামগুলি অকার্যকর, লাইনের রক্ষণা-বেক্ষণ যথাযথ হয়নি।

বিমান রক্ষণা-বেক্ষণের সময় নির্দিষ্ট ক্রমাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত আসনের নীচে লাইভ জ্যাকেট পাওয়া যায়নি, প্রযুক্তিগত বিষয় লগবুকে নথিভুক্ত করা হয়নি ইত্যাদি।

১৯ জুন, ২০২৫ তারিখের এই নির্দেশ অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনায় বিপদ শনাক্তকরণের জন্য নজরদারির এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আজ সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে হুগলি জেলা কিশান তৃণমূল কংগ্রেস খেতমজুরের উদ্যোগে একুশে জুলাই কে সামনে রেখে তার প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা কিষান খেতমজুরের সভাপতি নাসিম আলী মন্ডল দশটা ব্লকের সভাপতি জেলা কমিটি এবং অঞ্চলে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল।

সিনেমার খবর

'আমার স্বপ্ন সত্যি হলো'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতিটি সিনেমা নিয়েই বেশ রোমাঞ্চিত থাকেন বলিউড সেনসেশন সারা আলি খান। এর মধ্যে অনুরাগ বসুর সিনেমায় যুক্ত হতে পারা তার কাছে বিশেষ কিছু। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল অনুরাগ বসুর লাইফ ইন আ মেট্রো সিনেমাটি।

এটি বক্স অফিসে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। এবার আধুনিক প্রেমের কাহিনি নিয়ে অনুরাগ আনতে চলেছেন মেট্রো ইন দিনো ছবিটি। এই ছবিতে আছেন একঝাঁক তারকা। আর তাদের জুটি প্রেমের নতুন উপাখ্যান শোনাবে। অনুরাগের এই ছবির অংশ হতে পেরে আপ্লুত অভিনেত্রী সারা আলি খান। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে অনুরাগের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সারা।

অনুরাগ বাসুর এই ছবিতে জুটি বেঁধে আসছেন নীনা গুপ্তা-অনুপম খের, পঙ্কজ ত্রিপাঠি-কঙ্কনা সেনশর্মা, আলী ফজল-ফাতিমা সানা শেখ এবং আদিত্য রায় কাপুর-সারা আলী খান। কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি ও বেঙ্গালুরু-এই চার শহরের ভিন্ন স্বাদের প্রেমকাহিনি নিয়ে ছবিটি বানিয়েছেন অনুরাগ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার। ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে পরিচালক অনুরাগ বসুসহ সব শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। সারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'অনুরাগ বসুর ছবি দেখে আমি বড় হয়েছি। প্রথম কিস্তি তো খুবই পছন্দের। এখন আমি এই ছবিতে কাজ করছি। তার পরিচালনায় কাজ করা আমার জন্য কল্পনাতীত ছিল। অনুরাগ বসুর ছবিতে সুযোগ পেয়ে আমি দারুণ খুশি। আমার স্বপ্ন সত্যি হলো। আমি এখন বলতে পারি যে আমি অনুরাগ বসুর নায়িকা।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, 'এই ছবির ক্ষেত্রে আমি কখনও কম চাপ অনুভব করিনি। এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যেখানে আমি আছি বলে আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এই মুহূর্তে মঞ্চে এই সাত অভিনেতা, যাদের আমি সম্মান করি আর অনুরাগ বসু ও ভূষণ স্যারের পাশে দাঁড়িয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।'

অনুরাগের সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে সারা বলেন, 'তার ছবি নির্মাণের ধরন আমার কাছে একদম নতুন। তাই আমাকে আদিত্যর (রায় কাপুর) ওপর আস্থা রাখতে হয়েছিল। এর আগে অনুরাগদার লুডো ছবিতে আদিত্য অভিনয় করেছেন। তাই আদিত্য তার কাজের ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানতেন। আদিত্য আমাদের মধ্যে এক সুন্দর সেতু হয়ে উঠেছিলেন। আমরা সবাই খুব মজা করে কাজ করেছি। বসুদা যেভাবে কাজ করেন, তা আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি বুঝেছিলাম যে এই ছবির দায়িত্ব আমাদের সবার কাঁধে।' আদিত্য ছাড়া ফাতিমা সানা শেখও অনুরাগের লুডো ছবিতে অভিনয় করেছেন। সারা জানান যে ফাতিমাও তাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

আবেগি কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাবা দিবসে অনাগত সন্তানকে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন অন্তঃসত্ত্বা অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। বাবা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে কিয়ারা এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট করেন। নিজের বাবা, ছোটবেলা এবং সিদ্ধার্থের ছবি পোস্ট করে লেখেন, যে ব্যক্তি আমাকে ধৈর্য, শক্তি এবং অনন্ত ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন তিনিই আমার প্রথম নায়ক এবং সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমার ফোন একবার বাজা মাত্রই ধরে। পরের লাইনে অভিনেত্রী লেখেন, যিনি আমার স্বামীকে একজন সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ করে তুলেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা। ইনস্টাগ্রামে এই পোস্টের শেষাংশেই রয়েছে আসল চমক। কিয়ারা সেখানে লিখেছেন, আমার স্বামী, যিনি বাবা হতে চলেছেন, আমি জানি আমাদের সন্তান সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। এরপর বাবা, শ্বশুর এবং স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে বাবা দিবসের শুভেচ্ছা জানান কিয়ারা। এই লেখার সঙ্গে হলুদ রঙের তিনটি লাভ ইমোজি জুড়ে দেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি কানের মঞ্চে ঝড় তুলেছেন কিয়ারা। তার চোখধাঁধানো সাজে চমকে গিয়েছিলেন প্রায় সকলেই। আপাতত খানিক বিরতি। ডায়েটের ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে এখন খাওয়া-দাওয়ায় মেতে উঠেছেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এর আগে মা দিবসে হবু মা কিয়ারাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ।

সৃজিতের ছবিতে রামকৃষ্ণদের ভূমিকায় TMC সাংসদ! দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনীতিবিদদের সিনেমায় এন্ট্রি নতুন বিষয় নয়। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাৎসরিক-এর হাত ধরে প্রায় দেড় দশক পর বড় পর্দায় গ্র্যান্ড কামব্যাক শতাব্দী রায়ের। পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের নির্দেশনায় ফিরেছে তাঁর অভিনয় সত্ত্বা। অন্যদিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আপকামিং মুভি লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-তে রয়েছে তারকার মেলা। ছোট পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রী দিব্যজ্যোতি দত্ত-আরাত্রিকা মাইতি যেমন এই ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করছেন তেমনই রয়েছেন রাজনীতিবিদরাও।

শুভশ্রী, দিব্যজ্যোতি, আরাত্রিকা দে, ব্রাত্য বসুর লুকস ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি। অপেক্ষা ছিল সৃজিতের ছবিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কে হচ্ছেন? সেই অপেক্ষার অবসান হল। প্রকাশ্যে এলেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব। তবে এখানে লুকিয়ে রয়েছে আসল টুইস্ট। রামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে কে রয়েছেন তা দেখে বোঝার উপায় নেই। দর্শকও বুঝতে পারবেন না রামকৃষ্ণদেবের ভূমিকায় কে রয়েছেন।

টলিউডে রাজনীতিবিদদের কাজ করা নতুন কিছু নয়। কেউ বা অভিনয় থেকে রাজনীতিতে আসেন আবার কেউ কেউ অভিনয় থেকে রাজনীতিতে যোগ দেন। মোট কথা রাজনীতি ও বিনোদন জগত একে-অপরের সঙ্গে রীতিমতো যুক্ত। সেই তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ ও অভিনেতা পার্থ ভৌমিক। তাঁর লুক দেখে চেনা দায়। রাজ চক্রবর্তীর আবার প্রলয় সিরিজে পার্থ ভৌমিকের চরিত্রের একেবারে ভোল বদল। এক ঝলক দেখলে মনে হতেই পারে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এসে দাঁড়িয়েছেন আপনার সামনে।

বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ, ম্যাচ কবে-কোথায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে মেয়েদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টটির আয়োজক ভারত। তবে রাজনৈতিক উত্তাপের কারণে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে শ্রীলঙ্কায়। সঙ্গে শ্রীলঙ্কাও ভারতের বিপক্ষে ছাড়া বাকি ম্যাচগুলো ঘরের মাঠে খেলবে।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিন ভারত ও শ্রীলঙ্কা বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে। পরদিন ইন্দোরে মাঠে নামবে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে অজি নারীদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড।

বাংলাদেশ আসর শুরু করবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। কলম্বোয় ২ অক্টোবর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুখোমুখি হবে। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ম্যাচটি গোহাটিতে হবে ৭ অক্টোবর।

ভিজাগে বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ম্যাচ দুটি যথাক্রমে ১০ ও ১৩ অক্টোবর মাঠে গড়াবে। একই ভেন্যুতে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬ অক্টোবর ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায় যেতে হবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে। কলম্বোয় বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ রাখা হয়েছে ২০ অক্টোবর। শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে পুনরায় ভারতে আসতে হবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দলের। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে ভারতের। সূচিতে ম্যাচটি রাখা হয়েছে ২৬ অক্টোবর বেঙ্গালুরুয়।

পাকিস্তান টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলে প্রথম সেমিফাইনাল কলম্বোয় হবে। পাকিস্তান গ্রুপ পর্বে বিদায় নিলে সেমিফাইনাল হবে গোহাটিতে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বেঙ্গালুরুয়। ম্যাচ দুটি যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ অক্টোবর রাখা হয়েছে। মেয়েদের বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ২ নভেম্বর। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ম্যাচ কলম্বোয় হবে। পাকিস্তান না থাকলে ফাইনাল হবে বেঙ্গালুরুয়।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ সূচি:

বাংলাদেশ- পাকিস্তান- ২ অক্টোবর-কলম্বো

বাংলাদেশ- ইংল্যান্ড- ৭ অক্টোবর-গোহাটি

বাংলাদেশ- নিউজিল্যান্ড- ১০ অক্টোবর- ভিজাগ

বাংলাদেশ- দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৩ অক্টোবর- ভিজাগ

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া- ১৬ অক্টোবর- ভিজাগ

বাংলাদেশ- শ্রীলঙ্কা- ২০ অক্টোবর-কলম্বো

বাংলাদেশ- ভারত- ২৬ অক্টোবর-বেঙ্গালুরু

এক জনপ্রিয় ক্রিকেটার অবসর নিতে বলেছিলেন, অভিযোগ করুণ নায়ারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় প্রতিভা বলা হতো তাকে। দেশের হয়ে টেস্ট খেলতে নেমেই হাঁকিয়েছিলেন ট্রিপল সেঞ্চুরি। সেই তিনিই আবার হারিয়ে গিয়েছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে। আবার ফিরলেন হইচই ফেলে দিয়ে। করুণ নায়ারকে নিয়ে চর্চা থামছে না। ৭ বছর পর আবার টেস্ট টিমে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তার।

৩৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার কিন্তু প্রাক সফর ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। টেস্ট না হলেও এর আগে ইংল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তার। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যে সফল হতে পারবেন, তা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরই মধ্যে আবার বোমা ফাটিয়েছেন করুণ। যা নিয়ে হইচই পড়ে গেছে নতুন করে।

যে সাত বছর ভারতীয় টিমের বাইরে ছিলেন করুণ, সেই সময় নাকি এক অত্যন্ত পরিচিত মুখ তাকে বলেছিলেন অবসর নিয়ে নিতে। ডেইলি মেইলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে করুণ জানান, ২০২২ সালটা তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কর্নাটকের ছেলে ১৪ মাস দলের বাইরে ছিলেন। কর্নাটক টিমও তাকে ওই সময় ছেঁটে ফেলে। ফিরে আসার স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, ২২ গজে ফিরবেন কী করে, সেই দুশ্চিন্তাতেই আচ্ছন্ন ছিলেন। সেই সময় এক জনপ্রিয় ক্রিকেটার তাকে বলেছিলেন, ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিতে।

করুণ বলেন, আমার এখনও মনে আছে ওই দিনটা। সেই পরিচিত ক্রিকেটার আমাকে বলেছিল, আমি যদি অবসর নিয়ে নিই, বিভিন্ন লিগে খেলে যে টাকা পাব, তাতে আমার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। আমার কাছে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়াটা সহজ ছিল। কিন্তু আমি কখনও ক্রিকেট ছাড়ার কথা ভাবিবি। ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছাড়িনি। ওটা ছিল দুই বছর আগে ঘটনা। দুই বছর পরে আমি কোথায়, সেটি এখন দেখা যাচ্ছে। আসলে আমি জানতাম, ভারতীয় টেস্ট টিমে ঠিক ফিরে আসব।

এখনই থামছেন না ৫৮ বছর বয়সী 'কিং কাজু'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ফুটবলে অনন্য এক কীর্তি গড়েছেন জাপানের কাজুয়েশি মিউরা। চোট আর বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ফিরেছেন ৫৮ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। সম্প্রতি ৪০তম পেশাদার মৌসুমে নেমে নতুন কীর্তি গড়া 'কিং কাজু' বলেছেন, এখনই থামছেন না তিনি। জাপানের চতুর্থ স্তরের লীগে রোববার খেলতে নামেন মিউরা। তিনি নিজ দেশের তো বটেই, বিশ্বফুটবলেরই সবচেয়ে প্রবীণ পেশাদার খেলোয়াড়। গত ফেব্রুয়ারিতে ৫৮ বছর বয়সে পা দেন মিউরা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী পেশাদার ফুটবলারের তকমা বহন করছেন অনেক দিন ধরেই। ৪০তম মৌসুমে নেমে তা আরও বাড়িয়ে রাখলেন তিনি। গত জুনে জাপানের ক্লাব সুজুকায় দেড় বছরের চুক্তি স্বাক্ষরের আগে জানুয়ারি থেকে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন মিউরা।

গত মার্চে শুরু হওয়া 'জাপান ফুটবল লীগ'-এ ইয়োকোহামার বিপক্ষে সুজুকার হয়ে তিনি নামেন ৮২তম মিনিটে। ম্যাচে ২-১ গোলে জেতে তার দল। অনেক দিন ধরেই শুধুমাত্র বদলি হিসেবেই খেলে আসছেন মিউরা, খেলেন স্রেফ কয়েক মিনিট। তবে এই প্রবীণ বয়সেও তিনি পেশাদার ফুটবলে চড়ে বেড়াচ্ছেন, সেটিও তো কম বিস্ময়কর কিছু না। ম্যাচ শেষে তার স্বদেশি সংবাদ সংস্থা কিয়েদোকে তিনি জানান, এখনই থামছেন না। 'কিং কাজু' খ্যাত কাজুয়েশি মিউরা বলেন, 'আমি আরও ম্যাচ খেলতে চাই, নিজের মানসিকতা মেলে ধরতে চাই। সবার সহায়তায় ও সমর্থনে সুস্থ হয়ে উঠে ম্যাচটি খেলতে পেরেছি। এখান থেকে আবার নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে চাই।' গেলো বছর জাপানে ফেরার আগে পর্তুগালের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব অলিভেইরেন্সে দুই মৌসুম খেলেন মিউরা। ইয়োকোহামা থেকে ধারে গিয়ে সেখানে ৯ ম্যাচ খেলেন তিনি। ১৯৮৬তে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক ক্লাব সান্তোসে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় তার। পরে খেলেন ইতালি, ক্রোয়েশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে। ১৯৯৩তে জাপানে পেশাদার ফুটবল জে-লীগ চালু হলে দেশের ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মিউরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR